

খাজনা কেন দেয়া হয়?

খাজনার কেন উৎপত্তি হয় বা কেন খাজনা দেয়া হয়, এ বিষয়টির উপর আলোকপাত প্রয়োজন। নিুে খাজনা প্রদানের (বা খাজনা উদ্ভবের) কারণ উলে-খ করা হল।

১। খাজনার কেন উৎপত্তি হয় এ বিষয়ে প্রথমে বলা যায় যে, কোন উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে খাজনা দেখা দিতে পারে। তবে যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম থাকলে খাজনা দেখা দিবে না। কাজেই উপাদানের যোগান স্থির থাকার কারণে এবং একই সঙ্গে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা থাকার কারণে খাজনা দিতে হয়। চিত্রে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার নির্দেশ করা হয়। জমির যোগান রেখা যদি দামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে তা' উলম্ব হবে। চিত্রে ঝঝ রেখার দ্বারা তা' দেখানো হলো। উৎপাদনের পরিমাণ ছ_১ হলে যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ (রেভিনিউ বা আয়) অর্জিত হয়, তার সবটাই বিশুদ্ধ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে। চাহিদা রেখা উ_০ হলে দাম হবে শূন্য (০)। তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনাও শূন্য (০) হবে। এবারে চাহিদা রেখা উ_১ হলে দাম হবে চ_১, তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনা হবে ঘচ_১বছ_১।

চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন - চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে অর্থাৎ চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়।

২। রিকার্ডের বক্তব্য অনুসারে জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে খাজনা প্রদান করা হয়। নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উর্বরতার দিক থেকে উৎকৃষ্ট জমি বাড়তি উপার্জন করতে পারে। তাই উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারীরা মালিকের নিকট খাজনা প্রদান করে।

৩। যদি সব জমি সমান উর্বর ও সমান সুবিধাজনক হয়ও তবুও খাজনার উৎপত্তি হতে পারে। কারণ মোট চাহিদার তুলনায় মোট জমির যোগান যদি কম থাকে, তবে জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা প্রদান করতে হয়। উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থির (সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক) না থাকলেও চাহিদার তুলনায় উপাদানের যোগান কম হলে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

৪। উপাদানের যোগান সীমিত অথচ উৎপাদনের জন্য তা' অত্যাৱশ্যক, এমন হলে সেই উপকরণের জন্য খাজনা প্রদান করতে হয়। কোন কোন উপাদান এমনই যে, তাকে

ছাড়া উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেমন – ফসল যদি পেতে হয়, তবে জমি লাগবেই।

আর সেই জমির যোগান যেহেতু সীমিত, অথচ প্রয়োজন যেহেতু অত্যধিক, তাই জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য দাম বা খাজনা দিতে হয়।

৫। জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে কাম্য জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা দিতে হয়।

যেমন জমি ব্যবহারকারীর কাছে শহর বা বাজারের নিকটবর্তী জমি দূরবর্তী জমির চেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধাসহ জমির খাজনা দূরবর্তী বা তুলনামূলক অসুবিধাসম্পন্ন জমির খাজনার তুলনায় বেশি হয়।

৬। স্থানান্তর ব্যয় যা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে খাজনা দিতে হয়। জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন – কৃষিকাজ, পশুচারণ, গৃহ নির্মাণ, শিল্প কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি। জমির বিকল্প ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সুযোগ ব্যয় নির্ধারিত হয়। ধরা যাক একখন্ড জমিতে যদি ধান চাষ করা হয়, তবে হয়ত অনুর্বরতার কারণে উৎপাদন ব্যয় উঠলেও উদ্বৃত্ত থাকল না। তখন সেই জমির মালিক যদি চিন্তা করে যে, পাট চাষ করে ধানের তুলনায় উদ্বৃত্ত অর্থ তার থাকবে, তবে পাট চাষে সে জমি ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় ধান চাষের পরিবর্তে পাট চাষ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭। জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়। একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে। যখন শ্রম ও মূলধনের যৌথ একক নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন এবং উপাদানের একক ভিত্তিক খরচ সমান হয়, তখন উৎপাদনকারী বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে না। প্রান্তিক উৎপাদনের তুলনায় যে সব এককের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তা খাজনা হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর না হলে একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি উৎপাদন করা যেত। তখন খাজনা উদ্ভবের কোন সুযোগ থাকে না।